ভারতগৌরব

শঙ্করাচার্য্য

BENGAL LIBRARY
1880
CALCUTTA
910

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ভগবদ্গীতা।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত।

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. DATTA, B. M. PRESS,
13, CORNWALLIS STREET.

1888.

শঙ্করাচার্য্য।

বিরাট পুরুষ

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ "বহুগর্ভা' বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি কত প্রেমিক, নিরসতা ও কঠোরতার সময়ে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নরনারী-দিগকে ভক্তি-স্রোতে ভাসাইয়া গিয়াছেন; নানক, কবীর প্রভৃতি কত মহাপুরুষ দিবাকরের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন; জৈমিনী প্রভৃতি কত ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া ভক্তিসুধা পান করিয়াছেন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কত ভক্ত সন্তান জলন্ত বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে সমাসীন হইয়া কত যোগব্রত তাপসগণ অনন্ত শক্তির ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন; দৃষদ্বতী পুলিনে উপবেশন করিয়া কত আর্য্য সন্তান গম্ভীর সাম বেদ গানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আরও এমন কত ভক্ত সন্তান, নিভৃত কাননে পুষ্পের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া নীরবেই মিলাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন-চরিত এখনও ভস্মাবৃত অনলের ন্যায়, পত্রাবৃত কুসুমের ন্যায় ও মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। তাই বলি, হে সাধুভক্ত মহাপুরুষদিগের সম্মিলন ক্ষেত্র, তীর্থভূমি ভারতবর্ষ! তোমার শ্রীচরণে কোটী কোটী নমস্কার।

একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবল অত্যাচারে প্রপীড়িত ভারতবর্ষে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহামন্ত্র প্রচার করিবার জন্য, অসত্যাচ্ছাদিত দেশে "সত্যমেব জয়তেব" পতাকা উড্ডীয়মান করিবার জন্য, পাপ ভারাক্রান্ত নরনারীদিগের মধ্যে মহাপ্রভু পরমেশ্বরের মঙ্গলময় শান্তিময় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বৈরাগীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, সেইরূপ যদি আমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, তবে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, আবার সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার মহোচ্চ ভাব হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নানাপ্রকার কুসংস্কার ও অসত্যের আলয় হইয়া উঠিল; যখন বৌদ্ধদিগের বিশ্ববিজয়িনী একতা বন্ধন ছিন্ন হইয়া বিবাদ, বিসম্বাদ, মতভেদ, অন্তর্বিচ্ছেদরূপী কালানল জ্বলিয়া উঠিল এবং গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল; যখন বুদ্ধদেবের অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ, অবিচলিত বিশ্বাস এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবের উজ্জল চিত্র বৌদ্ধদিগের হৃদয়-পট হইতে অপসারিত হইল; যখন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া ধর্ম্মের নামে সুবিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্রে ঘোর নাস্তিকতা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল; যখন ঐশ্বরীক জ্ঞান ও সাধনাভাবে ভারত অন্ধকার—ভারত সন্তানদিগের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন; যখন কলুষিত চরিত্র, দৈত্যমূর্ত্তী কাপালিকগণ দোষী, নির্দ্দোষী উভয় শ্রেণীর দ্বিজদিগের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিতে লাগিল, ভারতের সেই ঘোর অমাবস্থার দুর্য্যোগ নিশীথে অকস্মাৎ ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে একটী ধ্রুব শুকতারা দেখা দিল সেই উজ্জল নক্ষত্রের বিমল

সূর্য্য কিরণে ভারতের তাপিত বক্ষ আবার জুড়াইল। ভারতের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে দাক্ষিণাত্যে এক অমিত-তেজা বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইল, যাঁহার নাম শঙ্করাচার্য্য।

জন্ম

পৃথিবীর মহাজনদিগের, বিশেষতঃ মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদিগের জীবনচরিতের মধ্যে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনার সংশ্রব রহিয়াছে, যাহা বিজ্ঞানালোকিত, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্লাবিত বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কদাপি প্রতীয়মান হইবে না, এবং সেই সমস্ত দুর্ভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া সত্যবস্তু উদ্ধার করা নিতান্ত কঠিন, শঙ্করাচার্য্যের বিষয়েও নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে।

শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, অমরগণ পৃথিবীকে দ্বৈতবাদে পূর্ণ দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব তাঁহাদিগের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "আমি পৃথিবীতে শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া নাস্তিক ও দ্বৈতবাদিদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিব।" কিন্তু এই প্রবাদ তত দূর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

তবে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে এরূপ অনেক অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন যাহা সাধারণ মনুষ্যের ক্ষমতাতীত—মহাযোগী শঙ্করের ন্যায়

জ্বলন্ত বৈরাগ্য, আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের কতক স্থানের লোকেরা অদ্যাপি তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা করিতেছে। যাহা হউক, তিনি অবতারই হউন, অথবা অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যই হউন, যাহাই হউন না কেন, তিনি যে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; আমরা তাঁহার পদধূলি শিরে গ্রহণ করি।

পুণ্যভূমি মালাবার নামক প্রদেশে বিশ্বজিত নামক এক নম্বুরিশ বংশীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অতি শৈশব কাল হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আজীবন বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বরারাধনায় যাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিল না। তিনি বাধ্য হইয়া বিশিষ্টা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ তনয়াকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর নবদম্পতি কিছু কাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। যথা সময়ে বিশ্বজিতের ঔরসে ও বিশিষ্টার গর্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিলেন। নব জাত কুমারের সৌন্দর্য্যে সূতিকা গৃহ আলোকিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বালকের ভাগ্য আলোচনা করিয়া বলিলেন "এক সময়ে এই বালক সর্ব্বজ্ঞ হইবে এবং সকলকে পরাস্ত করিয়া নবধর্ম্ম প্রচার করিবে।"

এইরূপে যখন সত্যের পরিবর্তে অসত্য, ধর্ম্মের পরিবর্তে অধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছিল; যখন লোকেরা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী মোহান্ধকারের মধ্য দিয়া বিপথগামী

নরনারীদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইবার জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতে উপস্থিত হইলেন

বাল্যকাল।

ধীরে ধীরে সৃষ্টির সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে সামান্য বীজ গর্ভ হইতে প্রথমে ক্ষুদ্র বৃক্ষ জাত হয়; সেই বৃক্ষ আবার ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে এমন এক প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট মহীরুহে পরিণত হয়, যাহার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া কত আতপতাপিত নরনারী শ্রান্তি দূর করেন মানবশিশুও তদ্রূপ ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরমপাতা পরমেশ্বরের এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকলাপ যত চিন্তা করা যায়, ততই মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হয় বিচিত্র কর্ম্মই বিধাতা পুরুষের দ্বারা এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপ সুকৌশলে পরিচালিত হইতেছে, এতদ্বিষয়ে সরল হৃদয় ভাবুক যখন পর্য্যালোচনা করে, তখন তাহার উদ্ধত ও গর্ব্বিত মস্তক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারম্বার ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে

শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় শঙ্করাচার্য্য ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল অনন্তর তাঁহার অম্বা তাঁহাকে এক সদ্‌গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন সেখানে তিনি অল্প কালের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৃতীয় বর্ষে তাঁহার চৌলকর্ম্ম ও পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয় এই সময়ে তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মলাভের জন্য অত্যন্ত

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মাতার অনুমতি ব্যতীত সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি মাতার অনুমতি পাইবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। একদা তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া কোন আত্মীয়ের ভবনে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা দেখিলেন যে, একটী ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী কুল কুল করিয়া, কি জানি কি এক মধুর সঙ্গীত গাহিয়া প্রবাহিত। যাহা হউক, অল্প জল থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা উক্ত নদী হাঁটিয়া গেলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়ে দেখিলেন যে, উক্ত নদী বৃষ্টিজল দ্বারা পূর্ণ হইয়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। এদিকে দিনমণি রক্তিমাভা বিকীর্ণ করিতে করিতে পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হইলেন। আবাসকারী বিহঙ্গমগণ অস্ফুট কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সন্ধ্যা সতী তিমিরাবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া পড়িলেন। রজনী সমাগতা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য মাতাকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে নদী গর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ তুল্য বিস্তৃত অনন্ত প্রসারিত আকাশ—নিম্নে কলনাদিনী স্রোতস্বতী। পৃথ্বী হাস্যময়ী, এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মাকে সঙ্গে লইয়া হে শঙ্করাচার্য্য! তুমি কোথায় যাইতেছ? মরিতে? না, না, বুঝিয়াছি, তোমায় মরিতে হইবে না। বিধাতা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর করাইতেছেন, তবে অগ্রসর হও! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শঙ্করাচার্য্য অগ্রে অগ্রে ও

মাতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শঙ্করাচার্য্য গভীর জলে পতিত হইয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন "মাতঃ! বিদায় দাও। আমি গভীর জলে ডুবিয়া মরিতেছি।" মাতা আসন্ন বিপদ সন্দর্শনে ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'উদ্ধার পাইবার কি আর উপায় নাই?" শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "উপায় আছে। যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দাও তবে আমিও এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তোমাকেও উদ্ধার করিব।" কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে খণ্ডন করিতে পারে? মাতা অগত্যা পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিলেন। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য দৈববলেই হউক, অথবা অন্য কোন প্রকারেই হউক, মাতাকে লইয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর যাহাকে সন্ন্যাসবেশে ভূষিত করিতেছেন, মনুষ্যের সাধ্য কি যে, তাহাকে সে পথ হইতে নিবৃত্ত করে? শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অধিক বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিত; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য অত্যল্প বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া নূতন প্রকারে সন্ন্যাসী হইবার প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

আহা! ধর্ম্মের কি মোহিনী শক্তি! এই মোহিনী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মহাত্মা শাক্যসিংহ গভীর নিশীথে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এবং ইহারই জন্য শত শত নরনারী

পিতা, মাতা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছ না।

ধর্ম্ম প্রচার ।

ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গভীরাত্মা সাধু ভক্তগণ যখন জলন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ভগবানের অনুসরণ করেন; লোকেরা নানা প্রকার অত্যাচার নির্য্যাতন করিতেছে, তথাপি তাঁহারা যখন ভগবানের নামে ও সত্যের নামে সে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন; তখন আর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নিরস্ত থাকিতে পারেন না; অবিলম্বে তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই জন্য মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—"সন্ধান কর, তবে তাহা পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তবে তাহা তোমার প্রতি উন্মুক্ত হইবে" বালক ধ্রুব যখন ব্যাঘ্রভল্লাদিসেবিত, বহুকণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম অরণ্যমধ্যে "কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও" বলিয়া কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন কি আর হরি তাঁহাকে বিফল মনোরথ করিলেন ?— না, —না শঙ্করাচার্য্য যে এত অল্প বয়সে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার কি প্রাণের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না ? কে বলিল পূর্ণ হইবে না—অনন্ত সুন্দর বিভুর মঙ্গলময় হস্ত তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া নিরন্তর কার্য্য করিতেছে এবং অবিলম্বে তাঁহার দ্বারা এক মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইবে

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দ নামক পরমহংসের নিকট দীক্ষিত হইয়া, কতকগুলি শিষ্য সমভিব্যাহারে "অদ্বৈতমত" প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, যে সকল ঈশ্বর ও পরকালে অবিশ্বাস করিতেছে, ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই বলিয়া জগতের নিকট প্রচার করিতেছে, সেই তাহাদের দয়াময়ের অনন্ত দয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে অন্ন জল দিতেছে— সুখ শান্তির অধিকারী করিতেছে; কিন্তু তথাপি তাহারা সে সমস্তের প্রতি অন্ধ হইয়া দয়াময়ের অনন্ত দয়া জগতের নিকট অস্বীকাধাদের' বৈদান্তিক ব্যাখ্যা। কিন্তু শঙ্করা-অধোগত উহার পক্ষপাতী নহে। তিনি শরীর ও আত্মার ছুটিয়াছেবি পূর্ব্বক ভাবেতে কেবল ঈশ্বরের সহিত একীভূত, এবং ইচ্ছা করেন মাত্র

শঙ্করাচার্য্য তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে গোকর্ণ দর্শন করিয়া হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে,—এই সময়ে তিনি পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একটী স্ত্রীলোক মৃত শিশু ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে শঙ্করাচার্য্যের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "মাতঃ! শোক পরিত্যাগ কর, ভগবান তোমার শিশুকে রক্ষা করিবেন।" এই কথা বলিবা মাত্র মৃত শিশু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। যাহা হউক, যদিও ইহা একটী কাল্পনিক ঘটনা মাত্র, তথাপি ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মহাপুরুষদিগের হৃদয় এক দিকে যেরূপ নবনী অপেক্ষাও কোমলতর, সেইরূপ আবার অন্যদিকে বজ্র অপেক্ষাও কঠিনতর। যখন তাঁহারা কোন শোকাবহ ব্যাপার দর্শন করেন, তখন

জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের প্রাচীন যোগী ঋষিগণ যখন গভীর সমাধিযুক্ত হইয়া পড়িতেন, তখন বলিতেন "সোহং" অর্থাৎ সেই আমি এই জন্যই দেখিতে পাই যে, চৈতন্য দেব ভাবে বিভোর হইয়া কখন সমুদ্রকে, কখন তরুলতাদিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেন; আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই যে, সমগ্র ইয়ুরোপ খণ্ড যাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে,—সেই মহর্ষি ঈশা যখন ঈশ্বর ভাবে গদ গদ হইয়া স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব

ধানের নামে ও সত্যের নামে সে সমস্ত father are one"

করিতেছেন; তখন আর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নি দ্বারা এরূপ পারেন না; অবিলম্বে তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের এই জন্য মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—"যাচ্ঞা কর, তবে পাই; পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তবে তাহা তোমার প্রতি উন্মুক্ত হইবে" বালক ধ্রুব যখন ব্যাঘ্রগজাদিসেবিত, বহুকণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম অরণ্যমধ্যে "কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও" বলিয়া কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন কি আর হরি তাঁহাকে বিফল-মনোরথ করিলেন?—না,—না। শঙ্করাচার্য্য যে এত অল্প বয়সে স্বর্গাদপি গরীয়সি জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার কি প্রাণের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না? কে বলিল পূর্ণ হইবে না—অনন্ত সুন্দর বিভুর মঙ্গলময় হস্ত তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া নিরন্তর কার্য্য করিতেছে এবং অবিলম্বে তাঁহার দ্বারা এক মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পারিল না—তাহারা তাহা অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া পবিত্র "অদ্বৈতবাদকে" কলুষিত করিয়া ফেলিল

কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, আর সকল মিথ্যা তাঁহারা বলেনঃ—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয় মতীব বিচিত্রঃ।"

অতএব, আত্মা যখন মায়াবদ্ধ হয়, তখন 'জীব" এবং যখন মায়ামুক্ত হয়, তখন 'পরমাত্মা" এই পদ বাচ্য হয় ইহাই "অদ্বৈতবাদের" বৈদান্তিক ব্যাখ্যা। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মত ইহার পক্ষপাতী নহে তিনি শরীর ও আত্মার পৃথক স্বীকার পূর্ব্বক ভাবেতে কেবল ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইতে ইচ্ছা করেন মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে গোকর্ণ দর্শন করিয়া হরিহরালয়ে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে,—এই সময়ে তিনি পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একটী স্ত্রীলোক মৃত শিশু ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে শঙ্করাচার্য্যের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন "মাতঃ! শোক পরিত্যাগ কর, ভগবান তোমার শিশুকে রক্ষা করিবেন।" এই কথা বলিবা মাত্র মৃত শিশু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল যাহা হউক, যদিও ইহা একটী কাল্পনিক ঘটনা-মাত্র, তথাপি ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মহাপুরুষদিগের হৃদয় এক দিকে যেরূপ রমণীহৃদয় অপেক্ষাও কোমলতর, সেইরূপ আবার অন্যদিকে বজ্র অপেক্ষাও কঠিনতর। যখন তাঁহারা কোন শোকাবহ ব্যাপার দর্শন করেন, তখন

তাঁহাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়; আবার যখন তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হয়েন, তখন ভূমণ্ডল কাঁপিয়া উঠে এবং পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশি গঙ্গাসাগরে ঐরাবত হস্তীর তুল্য কোথায় ভাসিয়া যায়!

তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য শ্রীবলীক্ষেত্রে গমন করিলেন তথায় প্রভাকর নামক এক ব্রাহ্মণের জড়ভাবাপন্ন একটী পুত্র ছিল শঙ্করাচার্য্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রোগের বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকটে নিবেদন করিল

শঙ্করাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বালক! তুমি কেন এরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছ?" বালক তৎক্ষণাৎ বেদান্তসম্মত কতকগুলি শ্লোক দ্বারা আপনার অবস্থা জানাইলেন শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, এ বালক সামান্য নয় বাল্যকাল হইতে এহার অন্তরে বৈরাগ্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে ততপরে তাঁহার পিতার অনুমতি গ্রহণ পুর্ব্বক, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন এই বালক "হস্তামলক" বলিয়া জগতে খ্যাত এবং সেই সমস্ত শ্লোকও "হস্তামলক" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে

এই প্রকারে ভগবান কত সন্তানকে কত ভাবে স্বীয় ভক্ত করিতেছেন! তাঁহার নামে যে কত অশান্তিপূর্ণ হৃদয় শান্তির লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, কত অসাধুর জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—কত পাপী তাপী নর নারী অনায়াসে ভবনদী পার হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের জননী এক সংক্রামক রোগে

আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এই শোকাবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য মাতৃসন্নিধানে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি এবার আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না; উক্ত রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল যে জননী ব্যতীত সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার আর কেহ নাই—সেই স্নেহময়ী জননী হইতে তিনি চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলেন, ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে! হায়রে! এ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে সব যে লোপ পায়, কিছুই আর যে থাকেনা!!

শঙ্করাচার্য্য জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য করার জন্য তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন এবং তাঁহাকে বেদমার্গ হইতে বহির্গত জ্ঞান করিয়া তাঁহার মাতার সৎকার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেন শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার সমাজচ্যুত হইয়া একাকী মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নিরয়গামী সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহারা ভগবানের দ্বারা প্রেরিত, তাঁহাদিগকে কে বিচলিত করিতে পারে? পৃথিবীর নির্ব্বোধ লোকেরা সাধু মহাপুরুষদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার, নির্য্যাতন করে সত্য, অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে সে পথ হইতে বিচলিত করিতে কখন পারে নাই। শঙ্করাচার্য্য "অদ্বৈতমত" প্রচারার্থ ভগবানের দ্বারা প্রেরিত,— তাঁহাকে কে নিবৃত্ত করিবে? উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল মহাসাগর ভীষণ লহরীলীলা বিস্তার করিয়া যদি তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসে; হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া যদি

তাঁহার মস্তকোপরি পতিত হয়, তথাপি তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবেন না; তথাপি তিনি এই মহামন্ত্র বিস্মৃত হইবেন না, "শরীরং বা পাতয়েয়ং, কার্য্যং বা সাধয়েয়ং"; কারণ তিনি বিধাতার চিহ্নিত সেবক।

মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন ঘটনাক্রমে শঙ্করাচার্য্যের সহিত একদা সুধন্বা নরপতির সাক্ষাৎ হয় দিগ্বিজয়াভিলাষী শঙ্কর "অদ্বৈতমত" প্রচারার্থ তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কারণ সে সময়ে এমন অনেক অশিক্ষিত লোক ছিল, যাহারা তর্কে পরাস্ত হইয়াও কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিত না; কিন্তু ছলে অথবা বলে, যে প্রকারেই হউক, প্রতিশোধ লইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিত। নরপতি তাঁহাকে সসৈন্যে সাহায্য করিবার জন্য সম্মত হইলেন তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য সসৈন্য সুধন্বা নরপতির সহিত মিলিত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন অগ্রে শিষ্যবৃন্দ, পশ্চাতে সৈন্যবৃন্দ, মধ্যে শঙ্করাচার্য্য; যেন মহাবীর সংগ্রামে গমন করিতেছেন পাঠক! আজ এ বেশে শঙ্করাচার্য্য কোথায় যাইতেছেন? প্রবল প্রতাপশালী নরপতিদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য লুণ্ঠন করিবার জন্য কি যাত্রা করিয়াছেন? না, না—তাহা নয় কিন্তু ভারতের মোহান্ধ সন্তান সন্ততিদিগকে স্বর্গের সুসমাচার প্রদান করিবার জন্য, বেদান্তসম্মত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অসংখ্য অসংখ্য পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া স্বমতে

আনিলেন। কারণ, সে সময়কার পণ্ডিতদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে তাঁহারা তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেন।

শঙ্করাচার্য্য চিদম্বরেশ্বর নামক স্থান হইতে বহির্গত হইয়া মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান রামেশ্বর নামে খ্যাত ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এখানে দুই মাস কাল অবস্থান করিয়া তত্রস্থ শৈব ও শাক্তদিগকে স্বমতে আনয়ন করিলেন তদনন্তর তিনি চোল, দ্রাবিড়, কাঞ্চিদেশ, অনন্ত নগর, কুমার ধারা, কৌমুদী নগর, ভবানী নগর প্রভৃতি অনেক স্থানে রামাস্ত প্রভৃতি ছয় প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সূর্য্য, অগ্নি, গণপতির উপাসকদিগকে পরাস্ত ও স্বমতে আনয়ন করিলেন। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য কর্ণাট দেশ হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ক্রকচ নামক একজন কাপালিক তাঁহার উপরে ভয়ানক অত্যাচার করে, সুতরাং সুধন্বা নরপতির সহিত তাহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং উক্ত যুদ্ধে কাপালিক সদলে পরাস্ত ও নিহত হইল।

দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্য বিরোধী মতাবলম্বীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়া গোকর্ণ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নীলকণ্ঠ নামক একজন বিখ্যাত শৈব মতাবলম্বী বাস করিতেন শৈবদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন এইরূপ তর্কে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য সৌরাষ্ট্র ও দ্বারকায় গমন করিয়া তত্রস্থ

বৈষ্ণবদিগকে নিজ মতে আনিলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া অনুচ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় মল্লারিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনিলেন। তৎপরে তিনি পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মরুন্ধ নামক স্থানে বিষক্সেন ও মন্মথবাদিদিগকে পরাস্ত করিলেন এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে অনুমল্ল, মাগধ, ইন্দ্রপ্রস্থ, বারাণসী, অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ, কুরুক্ষেত্র, বদরিকাশ্রম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ জৈনমত, বৌদ্ধমত, যম মত, ইন্দ্রমত, বায়ু মত, ভূমি মত, বরাহ মত, ও কর্ম্ম মত প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যখন পূতসলিলা ভাগীরথীতটে বিরাজিত হিন্দুদিগের পরম তীর্থ বারাণসীতে ছিলেন, তখন একদিন তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যভাগে বিরাজমান হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছেন জীবজন্তুগণ বিশ্রাম লাভার্থ বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এ হেন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শঙ্করের শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" তাহারা বলিল, "ইনি আমাদিগের গুরু ইহাঁর নাম শঙ্করাচার্য্য ইনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন সম্প্রতি "অদ্বৈতবাদ" প্রচার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন" অনন্তর বৃদ্ধ শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, "আপনি কি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা

করিতে পারেন?" শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য করিবার থাকে ত জিজ্ঞাসা করুন" তদনন্তর বৃদ্ধ একটী শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে শঙ্করাচার্য্য তাহার এক প্রকার অর্থ করিলেন কিন্তু বৃদ্ধ অন্য প্রকার অর্থ করায় শঙ্করাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন এবং শিষ্যদিগকে বলিলেন, "ইহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও" এই দৃশ্য দর্শন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ বলিলেন:— "শঙ্কর সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায়, ব্যাস মূর্ত্তিমান নারায়ণের ন্যায়, এই দুই জনের কলহ হইলে এ দাস কি করিবে?" শিষ্যের এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য ব্যাসের অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; তুমি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সহিত অদ্বৈতবাদ জগতে প্রচার কর"

এইরূপে যখন অজ্ঞানতা, মৃত্যু ও পাপের বিভীষিকাময়ী ছবি ভারতের চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান ছিল; যখন যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, কণাদ, অঙ্গিরা, গৌতম, হারীত, কশ্যপ প্রভৃতি মুনি ঋষিদিগের প্রভা ভারতীয় নরনারীদিগের হৃদয়পট হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, যখন বেদ, উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতাদির আলোক অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্যের দুর্ব্বার গতি দর্শনে সমগ্র ভারত মস্তক পাতিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিল

পাপীতাপী নরনারীদিগকে অজ্ঞানতা, নাস্তিকতা, প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য এইরূপে অদ্বৈত-

বাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহার তূর্য্যধ্বনি উত্তরের গভীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিল, এবং পিতা পুত্রের সহিত—স্বামী স্ত্রীর সহিত—বন্ধু বন্ধুর সহিত—শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অন্তিমকাল।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য কামরূপে গমন করিয়া অভিনব গুপ্ত নামক এক খ্যাতনামা পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। কামরূপ কামাখ্যা দেবীর মন্দির নিমিত্ত অতি প্রসিদ্ধ ও তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত অভিনব গুপ্ত পরাস্ত হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিরস্ত রহিলেন না; যে কোন প্রকারেই হউক তাঁহাকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা ততদূর সম্ভবপর নয়। কারণ, শঙ্করাচার্য্য যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার কোন চিহ্ন নাই। অপিচ বঙ্গদেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন মঠও নাই। যাহা হউক, এই সময়ের কিছুকাল পরে শঙ্কর উৎকট ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিলেন। কথিত আছে কামরূপের অভিনব গুপ্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কোন উপায় না পাইয়া অবশেষে অভিচার দ্বারা তাঁহার এই রোগ উৎপন্ন করান। হায়! এই প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য কত পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে, কত পরিবারে অশান্তির আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। এ সংসারে মানুষ

যদি মানুষের প্রতিহিংসা না লইত, তাহা হইলে সংসার মধুময় হইত, সন্দেহ নাই যাহা হউক, মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে উপাধ্যায় গৌরিপাদ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার এই মহৎ কার্য্য বিবরণ শুনিয়া অনেক প্রশংসা করিলেন। স্বদেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়া শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিলেন তথাহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কাশ্মির-দেশে গমন করিলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার আয়ূঃসূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তাচল পথাবলম্বী হইতে লাগিল। গম্ভীর মহাসমুদ্রের উপকূলে উপবেশন করিলে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু যে তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না; সেইরূপ আমাদের জীবনস্রোত নিঃশব্দে কাল সমূদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। যেমন ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে; সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের আয়ুঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং অন্তিমকালের সে ভয়ঙ্কর দিন আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইতে লাগিল; কার্য্য করিবার শক্তি আর থাকিল না। অত্যন্ত পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তায় তাঁহার তেজ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে শেষের সে ভয়ঙ্কর দিবস দেখা দিল—শিষ্যবর্গ কাঁদিল—আমরা

কাঁদিল—শঙ্করাচার্য্যের অমরাত্মা ভগবানের নাম গান করিতে করিতে অনন্ত দেবতার উদ্দেশে যাত্রা করিল। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার ইহজীবনরূপ অভিনয়-ক্ষেত্রে করাল কালের যবনিকা পতিত হইল অনন্ত করুণাস্বরূপিনী স্নেহময়ী জগজ্জননী হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রিয়পুত্র শঙ্করাচার্য্যকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন অমরাবতীতে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল কিছুকাল পূর্ব্বে যে তেজস্বী যুবা পুরুষ জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় ভারতের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন—হায়! হায়!! দেখিতে দেখিতে কালদণ্ডের নিষ্ঠুর আঘাতে সে সোণার প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গেল।

শিষ্যবৃন্দকে অতলস্পর্শ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, ভারতমাতার অঙ্কশূন্য করিয়া হে ভারতসূর্য্য নাস্তিকত্রাস শঙ্করাচার্য্য! তুমি কোথায় যাইতেছ? আর কি এ পাপ-বিভীষিকাময় সংসারে ফিরিবে না? এ সংসার তোমার আদর করিতে পারিল না যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, যেখানে অনন্ত শান্তি—অনন্ত পুণ্য—অনন্ত আনন্দ চির বিরাজমান; সেই অমরবাঞ্ছিত অমরধামে গমন করিয়া ভারতমাতার দুর্দ্দশা অবলোকন কর।

উপসংহার।

ভারতবর্ষে এমন খুব অল্প লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনেন নাই, অথবা তাঁহার বিষয় জানেন না যাঁহার নামে অদ্যাপি শত শত হিন্দু সন্তানের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে—প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠে—হৃদয়

গৌরবে স্ফীত হয়, তাঁহার নাম কে না জানে? বাস্তবিক যখন আমরা চিন্তা করি যে, সমরকুশল বীরপুরুষেরা শাণিত তরবারির সাহায্যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, মহা মহা প্রতাপশালী নরপতিরা অতুল সম্পত্তির সাহায্যে যে কার্য্য করিতে অক্ষম; বত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক জন যুবা সে কার্য্য সম্পন্ন করিল, তখন আমাদিগের হৃদয় স্বতঃই এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হয়,—"শঙ্করাচার্য্য এক অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন ।"

শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, নিম্নলিখিত কয়েকটী অসাধারণ গুণ থাকায় তিনি এত অল্পকালের মধ্যে এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন :—

১ম,—পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ জ্ঞান। এমন শাস্ত্র নাই, যাহা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। তিনি অষ্টম বর্ষের মধ্যে বেদ, পুরাণ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, জৈন শাস্ত্র, প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইয়া সকলকে তর্কে পরাস্ত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

২য়,—অসাধারণ স্মরণ শক্তি। তিনি অধিকাংশ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে।

৩য়,—রচনা—শক্তি। তাঁহার রচিত আত্মানাত্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি, মোহ মুদ্গার, কৌপীনপঞ্চক ও আত্মপূজা প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় পাঠ করিলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনার তাৎপর্য্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪র্থ,—বিচার প্রণালী বিচারে তাঁহাকে প্রায় কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই। তর্ক বলে তিনি সকলকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন

৫ম,—প্রচার প্রণালী এক ব্যক্তির চতুর্ব্বেদে পারদর্শী হওয়া নিতান্ত কঠিন দেখিয়া ভারতের চতুষ্পার্শ্বে ৪টী প্রধান মঠ স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক মঠের অধিকারীকে এক একটী বেদ প্রচার করিতে আদেশ করিলেন উত্তরদিকের প্রধান মঠ বদরিকাশ্রমে অবস্থিত—এবং "যোশীশান" নামে খ্যাত, এই মঠের অধিপতি নন্দ, তিনি অথর্ব্ব বেদের আচার্য্য ও প্রচারক দক্ষিণদিকের প্রধান মঠ রামেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত ও "শৃঙ্গগিরি" নামে প্রসিদ্ধ পৃথ্বিধর প্রভৃতি এই মঠে আচার্য্য এবং যজুর্ব্বেদের প্রচারক পূর্ব্বদিকস্থ প্রধান মঠ পুরুষোত্তম তীর্থে প্রতিষ্ঠিত ও "গোবর্দ্ধন" নামে খ্যাত পদ্মপাদ এই মঠের অধিপতি এবং ঋগ্বেদের আচার্য্য ও প্রচারক পশ্চিম-দিকের প্রধান মঠ দ্বারকা ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং "সারদা মঠ" নামে খ্যাত। বিশ্বরূপ এই মঠের অধিনায়ক ও সাম বেদের আচার্য্য ও প্রচারক।

কি আশ্চর্য্য! কত শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া গেল, কত যুগযুগান্তর বহিয়া গেল, ভারতের বক্ষের উপর দিয়া কত বিজাতীয় সংঘর্ষরূপ ভীষণ বন্যা চলিয়া গেল, জগতে কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তথাপি শঙ্করা-চার্য্যের নাম বিলুপ্ত হইল না, হইবেও না যতকাল গুণবান লোকের আদর থাকিবে, প্রতিভার পূজা থাকিবে,— তত কাল তিনি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবতার ন্যায় বরণ্য

হইবেন, সাধু ভক্তদিগের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে বাস করিয়া ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাদিগকে নিরন্তর সাহায্য করিবেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী—সংসার-দাবদাহদগ্ধ পতিত মানবমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিবে, সত্যাপলাপ পাপকলুষিত চরিত্রকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধুজীবনে পরিণত করিবে এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে কোটি কোটি নরনারী গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্য পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবে, কারণ ঃ—

"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"

ধর্ম্মপিপাসু ভারত জননী আজ তোমার এ দুরবস্থা কেন? আজ কেন শঙ্করের বেদ গান নীরব, আজ কেন ভারতের চতুর্দ্দিকে পৈশাচিক বীভৎস কাণ্ড দৃষ্টি গোচর হইতেছে? পূর্ব্বের সে পবিত্রতা, সে ধর্ম্ম ভাব, সে সতীত্ব প্রভৃতি সমস্তই কল্পনাশার জলে ভাসিয়া গিয়াছে—এক্ষণে আছে কেবল কপটতা ব্যভিচার ও সতীত্বনাশ। এই না সে ভারত, যেখানে দময়ন্তী, সীতা, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী প্রভৃতি পূত চরিত্রা মহিলাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তবে কেন আজি তোমার এ দশা? বুঝিয়াছি, এ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" সহস্র বৎসরের অন্তরাল হইতে ভক্তিভাজন শঙ্করাচার্য্য জীবনের নশ্বরতার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন ঃ—

"নলিনী দলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
* * * *

মা কুরু ধনজন যৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা
তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ”

* * *

অতএব ধনজন যৌবনের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া হে অহঙ্কারী যুবা! একবার ধীরভাবে মানবাত্মার মহত্ত্ব চিন্তা কর এবং স্বীয় জীবনে পরম পিতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর, এইটুকু বিনীত নিবেদন।

পরিশেষে যাঁহার অপার করুণায় আকাশ হইতে বারিরাশি মুষলধারে বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালী করিয়া তুলিতেছে; কঠিন পাষাণ হইতে সুশীতল বারি নির্গত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য জীবের পিপাসা অপনোদন করিতেছে; বিজন কাননে প্রকৃতি সুন্দরী মনোহর বেশে ভূষিতা হইয়া মনুষ্যের পাপদগ্ধ হৃদয়কে ভগবদ্ভক্তি রসে আপ্লুত করিতেছে —যাঁহার নামে রত্নাকর ভগবদ্ভক্ত হইয়াছে—জগাই মাধাই তরিয়া গিয়াছে—সেই অপার মঙ্গলদাতা, দয়াবহ, করুণাময় শ্রীহরির শ্রীচরণে নমস্কার করি

সমাপ্ত

দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু এক অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন। সে দেশের লোক তাঁহার স্পর্শ দর্শনে, কিম্বা স্পর্শনে, অথবা হরিধ্বনি মাত্র শুনিয়াই কৃষ্ণ-প্রেমে [illegible] হইত। প্রভু স্বীয় ভাবে চলিতেছেন, নয়ন মুদ্রিত, [illegible] হইয়া যাইতেছে—চলিতেছেন [illegible] হঠাৎ চাহিলেন, চাহিয়া [illegible] ঐ লোককে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন, দিয়া আবার চলিয়া [illegible] তখন ফল হইল যে নিকটবর্ত্তী সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইল, পরে সেই কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাহাকে যাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, তাহারাও কৃষ্ণ-প্রেমে প্রমত্ত হইল, এবং এই তৃতীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অপরাপর বহু লোক উদ্ধার হইতে লাগিল

[ইহারই নাম শক্তি-সঞ্চার। পাঠক (Will force বা) ইচ্ছা শক্তির কথা অবগত আছেন। এই শক্তি-প্রভাবে লোক অপরের ইচ্ছাধীন ও ভাব-পরিচালিত হয়, এই শক্তি-প্রভাবে একে অপরের ভাবাদি সঞ্চারিত হইতে পারে। যখন সাধারণ লোকেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারে, তখন শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের কথা স্বতন্ত্র]

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু অতি অল্প কাল (দুই বৎসর মধ্যে) ধ্যেই সমস্ত দক্ষিণ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রভু যে নে কিছু অধিক সময় থাকিতেন, তথাকার লোকের অবস্থা প হইত, সহজেই বুঝা যাইতেছে। এমন, শ্রীরঙ্গমে তিনি চারি মাস বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং সে স্থানের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল মনে ভাবুন। এই যে মহাপ্রভুর প্রচার-প্রণালীর আভাষ উপরে দেওয়া গেল, দক্ষিণ ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে যিনি

ছিলেন, ইহা তাঁহারই কথা, স্বচক্ষে দেখিয়া স্বয়ং তিনি এ সকল বিবরণ গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব প্রস্তাব আরম্ভে একাদশ বর্ষীয় বালক গোপাল ভট্টের কাহিনী যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা একটু মাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

বেঙ্কট ভট্টের ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ * নামে আরও দুই ভাই ছিলেন। তিনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ প্রবোধানন্দ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। প্রবোধানন্দের নাম বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন। তিনি সেই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান বিদ্যাদিগ্গজ সন্ন্যাসী; পরে ইনি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই গোপালকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন।

গোপালভট্ট ১৪২২ শাকে শুভ যোগে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের সকলেই এই বালকটীকে অত্যন্ত যত্ন করিত, আপন সন্তানকে ফেলিয়া রাখিয়া গোপালকে কোলে করিতে সকলেরই ইচ্ছা হইত, বালকটী অতি রূপবান্ ছিল, ইহাও তাহার এক কারণ। গোপালের সৌন্দর্য্য কথা গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষ মধ্যে সর্ব্বদা আলোচিত হইত, তাহারা বলিত—

"কিবা গোপালের শোভা, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর।
কিবা মুখপদ্ম, দীর্ঘ নয়ন যুগল
কিবা ভুরু, ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল
শ্রুতি যুগ, গণ্ড কিবা, গ্রীবার বলনি।
কিবা বাহু বক্ষ পীন, ক্ষীণ মাঝাখানি॥

* শ্রীল বলরাম দাস প্রণীত প্রবোধানন্দের জীবনচরিত গ্রন্থে ইঁহার মধুময় বিবরণ দ্রষ্টব্য।